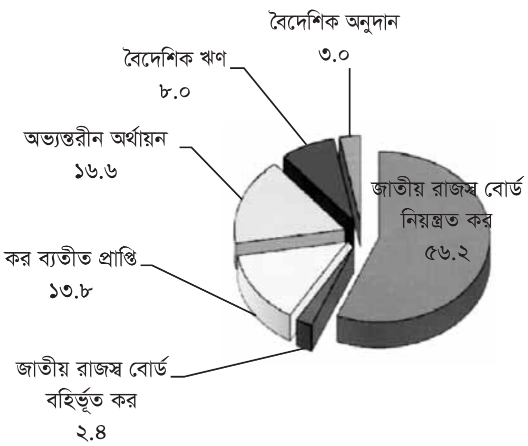
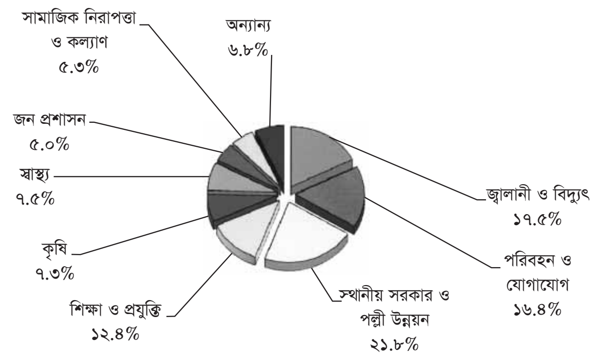
দশম অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারের অর্থব্যবস্থা

The Public Finance of Bangladesh Government

বাংলাদেশ সরকার দেশের প্রশাসন পরিচালনা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, বিদেশি আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা এবং জনকল্যাণমূলক বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করে। এই ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে বিভিন্ন উৎস হতে অর্থ আয় করতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের সম্ভাব্য সরকারি আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণীকে বাজেট বলে। আর এ সব বিষয়ের আলোচনা সরকারি অর্থব্যবস্থায় হয়ে থাকে।





এ অধ্যায় পাঠশেষে আমরা–

- সরকারি অর্থব্যবস্থার পরিচয় বর্ণনা করতে পারব
- সরকারের আয়ের উৎসসমূহ বর্ণনা করতে পারব
- সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনা করতে পারব
- বাজেটের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- চলতি বাজেট ও মূলধন বাজেটের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব
- সুষম বাজেটের সাথে অসম বাজেটের তুলনা করতে পারব
- বাংলাদেশ সরকারের বাজেট ও এর শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারব
- বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন বাজেটের অর্থায়নের উৎসসমূহ চিহ্নিত করতে পারব
- জাতীয় বাজেটের আলোচনায় অংশগ্রহণে উৎসাহী হবে

১০.১ সরকারি অর্থব্যবস্থা (Public Finance)

অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়, ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত বিষয়াবলী আলোচনা হয়, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে। একটি দেশের জনসাধারণের সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার কোন কোন খাতে, কীভাবে, কোন নীতিতে ব্যয় করবে তা সরকারি অর্থব্যবস্থায় আলোচনা করা হয়। যদি আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হয় তাহলে এবং এই ব্যয় নির্বাহের জন্য কীভাবে, কোন কোন উৎস হতে আয় করবে। যদি আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হয় তাহলে সরকার কোন উৎস থেকে কতটুকু ঋণ গ্রহণ করবে তা সরকারি অর্থব্যবস্থায় আলোচনা করা হয়।

অতএব, অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়-ব্যয় ও সরকারি ঋণের উৎস এবং এ সংক্রান্ত সমস্যা ও সমস্যা সমাধানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।

১০.২ বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জনকল্যাণ সাধন, প্রশাসন পরিচালনা, দেশ রক্ষা ইত্যাদি কাজে সরকার অনেক অর্থ ব্যয় করে। এই ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে বিভিন্ন উৎস হতে আয় সংগ্রহ করতে হয়। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস প্রধানত দুটি। যথা- ক) কর রাজস্ব খ) করবহির্ভূত রাজস্ব

ক) কর রাজস্ব (Tax Revenue)

সরকার জনগণের নিকট হতে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ আদায় করে কিন্তু তার বিনিময়ে জনগণ সরকার থেকে সরাসরি বিশেষ কোনো সুযোগ সুবিধা আশা করতে পারে না, তাকে কর বলে। সরকার দেশের নিবাসী বা অনিবাসী ব্যক্তি, বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং পণ্যের উপর যে কর ধার্য করে তা থেকে প্রাপ্ত আয়কে কর রাজস্ব বলা হয়।



রাজস্ব ভবন

সরকারের কর রাজস্বের উৎসসমূহ হলো-

১) আয়কর ও মুনাফার উপর কর (Taxes on Income and Profit)

কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত আয়ের উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আয়কর বলে। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের একটি অন্যতম উৎস হলো আয়কর। বর্তমানে বাংলাদেশে যাদের বার্ষিক আয় ২,০০,০০০ টাকা (পুরুষদের ক্ষেত্রে); ২,২৫,০০০ টাকা (মহিলাদের ক্ষেত্রে) ২,৭৫,০০০ টাকা (প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে) এর অধিক, তাদের আয়ের উপর এ কর ধার্য করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানির মুনাফার উপর কর ধার্য করা হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ২৮০৬১ কোটি টাকা।

২) মূল্য সংযোজন কর (Value Added Tax)

অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশে ১৯৯১-৯২ সাল থেকে মূল্য সংযোজন কর চালু করা হয়েছে। উৎপাদন ক্ষেত্রে কাঁচামাল থেকে শুরু করে চড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ¯Íর অতিক্রম করতে হয়। উৎপাদনের এরূপ বিভিন্ন ¯Í‡র যে মূল্য সংযোজিত হয় তার উপর একটি নির্দিষ্ট হারে যে কর আরোপ করা হয়, তাকে মূল্য সংযোজন কর (Value Added Tax- VAT) বলে। বর্তমানে আমাদের দেশে আমদানীকৃত দ্রব্য ও স্থানীয়ভাবে

উৎপাদিত দ্রব্য এবং নির্ধারিত ৩০টি সেবা খাতের উপর ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ খাতের আওতা আরো সম্প্রসারিত করা হবে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৩৪৩০৪ কোটি টাকা।

৩) আমদানি শুল্ক (Custom Duties)

বাংলাদেশে সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস হলো আমদানি শুল্ক। দেশের আমদানীকৃত দ্রব্যের ও সেবার উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আমদানি শুল্ক বলে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ১২৬৩৪ কোটি টাকা।

৪) আবগারি শুল্ক (Excise Duties)

দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আবগারি শুল্ক বলা হয়। রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ হ্রাস করার উদ্দেশেও আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়। বাংলাদেশে প্রধানত চা, সিগারেট, চিনি, তামাক, কেরোসিন, ওষুধ, স্পিরিট, দিয়াশলাই প্রভৃতি দ্রব্যের উপর আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৪৫০ কোটি টাকা।

৫) সম্পূরক শুল্ক (Supplementary Duties)

বিভিন্ন কারণে সরকার অনেক দ্রব্যসামগ্রীর উপর আবগারি শুল্ক বা মূল্য সংযোজন কর বা আমদানি শুল্ক আরোপের পরেও অতিরিক্ত যে শুল্ক আরোপ করে, তাকে সম্পূরক শুল্ক বলে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ১৬২২০ কোটি টাকা।

৬) অন্যান্য কর ও শুল্ক (Other Taxes and Duties)

উপরের শুল্ক ও করের মূল পাঁচটি উৎস ছাড়াও আরো কিছু কর ও শুল্ক থেকে সরকার আয় সংগ্রহ করে। যেমন : সম্পত্তি কর, পেট্রোল ও গ্যাসের উপর কর, বিদেশ ভ্রমণ কর, প্রমোদ কর ইত্যাদি। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৬৭১ কোটি টাকা।

৭) মাদক শুল্ক (Narcotics and Liquor Duty)

মাদক জাতীয় বিভিন্ন দ্রব্যের উপর সরকার শুল্ক বসিয়ে অর্থ আয় করে থাকে। এর মাধ্যমে সরকারের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৬৫ কোটি টাকা।

৮) যানবাহন কর (Tax on Vehicles)

বিভিন্ন প্রকার যানবাহনের উপর যে কর দেওয়া হয়, তাকে যানবাহন কর বলে। এ খাত থেকে সরকার প্রতি বছর অর্থ আয় করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৯০০ কোটি টাকা।

৯) ভূমি রাজস্ব (Land Revenue)

ভূমির মালিকানা ও ভোগদখলের জন্য ভূমির মালিক সরকারকে যে খাজনা দেয়, তাকে ভূমি রাজস্ব বলে। বাংলাদেশ সরকার ভূমির উপর উন্নয়ন কর আরোপ করেছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৫৫০ কোটি টাকা।

১০) নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প (Non-Judicial Stamp)

দলিলপত্র ও মামলা-মোকদ্দমার আবেদনপত্র ব্যবহারের জন্য নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয়। এ খাত হতে সরকার প্রতি বছর অনেক অর্থ আয় করে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ২৪০০ কোটি টাকা।

খ) করবহির্ভূত রাজস্ব (Non-Tax Revenue)

সরকার কর ও শুল্ক ছাড়া আরো অনেক উৎস হতে রাজস্ব সংগ্রহ করে। এই উৎসগুলো থেকে অর্জিত রাজস্বকে করবহির্ভূত রাজস্ব বলে।

সরকারের করবহির্ভূত রাজস্বের উৎসসমূহ হলো-

১) লভ্যাংশ ও মুনাফা (Dividend and Profit)

সরকার তার মালিকানাধীন বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন- ব্যাংক, বীমা কোম্পানি এবং অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান (যেমন- রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান, পার্ক, চিড়িয়াখানা) থেকে বছরান্তে লভ্যাংশ ও মুনাফা পেয়ে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ২৫১৭ কোটি টাকা।

২) সুদ (Interest)

সরকার, সরকারি কর্মচারী, বিভিন্ন আর্থিক ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে। প্রদত্ত ঋণের সুদ হিসেবে সরকার প্রতিবছর কিছু অর্থ আয় করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৬৯৬ কোটি টাকা।

৩) প্রশাসনিক ফি (Administrative Fee)

সরকার জনগণকে প্রশাসনিক সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রকার ফি আদায় করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ২৭৮২ কোটি টাকা।

৪) জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ (Fine, Penalty and Confiscation)

দেশের আয় ও নিয়মনীতি পরিপন্থী বিভিন্ন কাজের জন্য সরকার জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ করে প্রতিবছর কিছু অর্থ আয় করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ২৮৮ কোটি টাকা।

৫) অর্থনৈতিক সেবা (Economic Services)

সরকার তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দ্বারা জনগণকে সেবা প্রদান করে থাকে। এ সেবাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আমদানি-রপ্তানি আইনের আওতায় প্রাপ্ত ফিস, বাণিজ্য সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ হতে প্রাপ্ত রেজিস্ট্রেশন ফিস, বীমা আইনের আওতায় প্রাপ্তি ও সমবায় সমিতিসমূহের অডিট ফিস, সমবায় সমিতি রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন ফিস ইত্যাদি। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৯৩৯ কোটি টাকা।

৬) ভাড়া ও ইজারা (Rent and Lease)

সরকারি বিভিন্ন সম্পত্তি ভাড়া ও ইজারা দেওয়ার মাধ্যমে সরকার প্রতি বছর অনেক অর্থ আয় করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ১২৫ কোটি টাকা।

৭) টোল ও লেভি (Toll and Levy)

বিভিন্ন সেতু থেকে টোল ও লেভি আদায় বাবদ সরকার কিছু অর্থ আয় করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৬৫০ কোটি টাকা।

৮) অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়

সরকার জনগণের কল্যাণে কোনো কোনো সময় বিনা লাভে অনেক দ্রব্য বিক্রয় করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৩৪০ কোটি টাকা।

৯) রেলওয়ে (Railway)

বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রীবহন ও দ্রব্যসামগ্রী পরিবহনের ভাড়া বাবদ আয় করে। রেলওয়ে সেবাকে সম্প্রসারণ, আধুনিকায়নের ফলে বর্তমানে এ খাতে মুনাফার পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৫১৮ কোটি টাকা।

১০) ডাক বিভাগ (Postal Department)

বাংলাদেশের ডাক বিভাগ সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয় বিধায় এটি সরকারের আয়ের আরো একটি উৎস। ডাক বিভাগ বহুমুখী সেবা প্রদান করার ফলে ২০০১-০২ সাল হতে এ খাতে আয় প্রবাহ কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ২২৩ কোটি টাকা।

উপরে উল্লিখিত বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ যথেষ্ট নয়। তাই প্রতি বছর সরকারকে ব্যয় নির্বাহের জন্য বিদেশি ঋণ, সাহায্য, দান, অনুদান এসবের উপর নির্ভর করতে হয়।

উৎস : অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

কাজ : বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত কর।
কাজ : বাংলাদেশ সরকারের আয় বৃদ্ধির উপায় চিহ্নিত কর।

১০.৩ বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, দেশ রক্ষা ও পরিচালনা এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রতিবছর সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। গণতন্ত্রের উন্মেষ ও উন্নয়নের ফলে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের পরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে অনেক নতুন নতুন খাত ও ব্যয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহ

১) শিক্ষা ও প্রযুক্তি

সরকার মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগত মান উন্নয়ন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, নারী শিক্ষার উন্নয়ন, ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশে বৃত্তি সংখ্যা ও হার বৃদ্ধি এবং উচ্চশিক্ষার প্রসারে প্রচুর অর্থ

ব্যয় করে। শিক্ষার সাথে প্রযুক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার প্রতি বছর তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১৮৭৬৯ কোটি টাকা।

২) প্রতিরক্ষা

দেশকে বিদেশি শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়, প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ, বেতনভাতা, বাসস্থান ও চিকিৎসা প্রভৃতি প্রদানের জন্য সরকার এ খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। জাতীয় নিরাপত্তার কারণে এ খাতে অনেক ব্যয় বরাদ্দ অপ্রকাশিত থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১২২৪০ কোটি টাকা।



নৌ-তরী

৩) জনপ্রশাসন

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকারকে জনপ্রশাসন পরিচালনা করতে হয়। প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা এবং অফিস পরিচালনা বাবদ সরকারকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ৫৩২৩৭ কোটি টাকা।



জনপ্রশাসন ভবন

৪) জনশ•L৷লা ও নিরাপত্তা

অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃ•Lলা রক্ষা ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বাহিনীসহ অন্যান্য আধা সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে ও পরিচালনা করতে এবং তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাবদ সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ৮৬০২ কোটি টাকা।

৫) কৃষি, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও কৃষি গবেষণা

বাংলাদেশ সরকার কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প সম্প্র/সারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাজেট বরাদ্দের পাশাপাশি কৃষি খাতে ভর্তুকির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি এবং ঋণ বিতরণ করছে। ২০০৭-০৮ অর্থ বছর থেকে বাংলাদেশ সরকার প্রথম কৃষি গবেষণার জন্য বরাদ্দ দেওয়া শুরু করেছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১৪৩৫৩ কোটি টাকা।



কৃষিকাজ

৬) জনস্বাস্থ্য

জনগণের সুচিকিৎসার জন্য হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন, বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান, মহামারী প্রতিরোধ, ডাক্তার ও নার্সের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি খাতে সরকারকে অর্থ ব্যয় করতে হয়। চিকিৎসা সেবা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত

ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন এবং সেখানে একজন করে এম.বি.বি.এস ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ দিয়েছে। যার ফলে এ খাতে ব্যয়ের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় ধরা হয়েছে ৮১৬৯ কোটি টাকা।

৭) সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ

অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে বাংলাদেশ সরকার সামর্থ্য অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, যেমন : বয়স্কভাতা কর্মসূচি, বিধবাভাতা, এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতা, প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণে (বিশেষ করে মঙ্গা এলাকার) সৃষ্ট সাময়িক বেকারত্ব নিরসন, তৈরি পোশাক শিল্পের কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল এবং e¯'nvi গৃহায়ন তহবিল, একশ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচি, একটি বাড়ি একটি খামার এবং গরিব দুস্থদের মাঝে রেশনিং কাজে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১০৭১৬ কোটি টাকা।

৮) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন বৃদ্ধিকরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়ন তহবিল গঠন, প্রভৃতি খাতে প্রতি বছর সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ৭৯৫৭ কোটি টাকা।



বিদ্যুৎ সরবরাহ

৯) পরিবহন ও যোগাযোগ

বাংলাদেশের যাতায়াত, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকার যোগাযোগ, সড়ক, রেলপথ, নৌ পরিবহন, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে এবং সেতু বিভাগের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১০৪৮৬ কোটি টাকা।

১০) দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান

'ন্যাশনাল সার্ভিস' প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমান সরকার দুই বছরের জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় স্বল্প শিক্ষিত, কর্মঠ ও বেকার যুবকদের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে নানারূপ কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (টিআর), খয়রাতি সাহায্য (জিআর), বিজিএফ ও ভিজিডি বাবদ প্রতিবছর ১০ লক্ষ মেট্রিক টনের অধিক খাদ্যশস্য বিতরণ করছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করছে। এসব খাতে সরকারের প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

১১) ঋণ ও সুদ পরিশোধ

সরকার দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাÊ পরিচালনার জন্য দেশের অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক উৎস হতে প্রচুর পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করে। এসব ঋণ এবং ঋণের সুদ পরিশোধ করতে সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে সরকারের ঋণ ও সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৯৭৯৬ কোটি টাকা।

১২) শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবাসমূহ



বস্ত্রশিল্প

দেশের শিল্প এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন সেবা খাতের উন্নয়নের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার এই ব্যয় করে থাকে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ বিতরণে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি পুনঅর্থায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১৭৬৪ কোটি টাকা।

১৩) পরিবেশ ও বন

পরিবেশ সংরক্ষণ-মানোন্নয়ন, শিল্প দূষণ থেকে রক্ষা, তরল বর্জ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন ইত্যাদি নানামুখী কর্মকাË বা¯Íবায়নের জন্য সরকার পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে অর্থ ব্যয় করে।

১৪) বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম

সরকার দেশের তথ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং যুব ও ক্রীড়ার উন্নয়নে প্রতি বছর অনেক অর্থ ব্যয় করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১৫৩৯ কোটি টাকা।

১৫) স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১২০০৯ কোটি টাকা।

উল্লিখিত খাতগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার আরো কয়েকটি খাতে ব্যয় করে, যেমন- মহিলা ও শিশু, পানিস¤ú`দ, মৎস্য ও পশুস¤ú`দ, গৃহায়ণ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। সরকারি হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার রাজস্ব বা অনুন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ প্রায় ৫৫টি খাতে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসা‚চর আওতায় প্রতি বছর প্রায় ১৮টি খাতে ব্যয় করে থাকে। আধুনিক কল্যাণকামী রাষ্ট্র ধারণার আলোকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে, অনুন্নয়নমলক খাতে সরকারি ব্যয়হ্রাস করে উন্নয়নমূলক খাতে সরকারি ব্যয়ের পরিধি আরো প্রসারিত করা উচিত।

উৎস : অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

কাজ : বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতওয়ারী অর্থ বরাদ্দের তালিকা তৈরি কর।
কাজ : mv¤úªwZK কালে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ কর।

১০.৪ বাজেট (Budget)

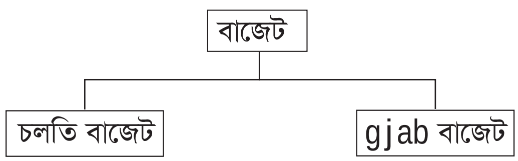
বাজেট বলতে আয় ও ব্যয়ের m¤eb¨¯Í হিসাবকে বোঝায়। ব্যক্তি তার বিভিন্ন উৎস থেকে যে আয় পায় তা কীভাবে ব্যয় করে তা যদি mk•Lj fv‡e সাজানো হয়, তা হবে ব্যক্তিগত বাজেট। একইভাবে সরকারের কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে বিভিন্ন উৎস থেকে কতটুকু আয় প্রাপ্তির আশা করে এবং বিভিন্ন খাতে কী পরিমাণ ব্যয় করতে চায় তার m¤eb¨¯Í হিসাবকে সরকারি বাজেট বলে। বাংলাদেশে আর্থিক বছর হলো জুন থেকে জুলাই।

বাজেট হলো সরকারি অর্থব্যবস্থার gj চালিকাশক্তি। বাজেটে যেমন সরকারের রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটে, তেমনি দেশের অর্থনীতির চিত্র ফুটে উঠে। বাজেটে কেবল সরকারি সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাবই থাকে না বরং আয় ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন- আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে কীভাবে ঘাটতি ciY হবে এবং ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি হলে সে উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে কী করা হবে ইত্যাদি বিষয়ও বাজেটে লিপিবদ্ধ থাকে।

বাংলাদেশে বাজেট প্রণয়ন করে জাতীয় সংসদে অনুমোদন নিতে হয় এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে সরকারের নির্ধারিত আয়-ব্যয় ও তার পদ্ধতি কার্যকর হয়।

বাজেটের প্রকারভেদ

সরকারের আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী বাজেটকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।



চলতি বাজেট (Current Budget)

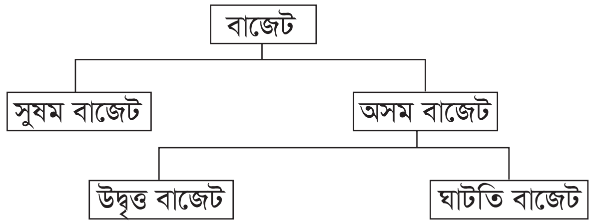
যে বাজেটে সরকারের চলতি আয় ও চলতি ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয় তাকে চলতি বাজেট বলে। চলতি আয় সংগৃহীত হয় কর রাজস্ব ও করe¨wnfZ রাজস্ব হতে। কর রাজস্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– gj¨ সংযোজন কর, আয়কর, m¤úwË কর ও fwg রাজস্ব ইত্যাদি। করe¨wnfZ রাজস্বের মধ্যে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ ও মুনাফা, ঋণের সুদ ইত্যাদি। বাজেটের এ অর্থ ব্যয় হয় সরকারের প্রশাসনিক কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও দেশ রক্ষার জন্য। এ বাজেটের ব্যয়ের খাতগুলো যেমন- শিক্ষা, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, পুলিশ প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যেহেতু এ খাতগুলো অপরিবর্তিত থাকে তাই প্রতি বছর বাজেটে এ ব্যয়ের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়। চলতি বাজেট সাধারণত উদ্বৃত্ত থাকে।

মূলধন বাজেট (Capital Budget)

সরকারের gjab আয় ও ব্যয়ের হিসাব যে বাজেটে দেখানো হয় তাকে gjab বাজেট বলে। এ বাজেটের gj লক্ষ্য হলো দেশের ও জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা। এ লক্ষ্যে সরকার বার্ষিক উন্নয়ন Kgm~wP প্রণয়ন করে এবং তা ev¯Íevq‡bi জন্য প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎস হতে অর্থসংস্থান করে। অভ্যন্তরীণ আয়ের উৎস হলো- রাজস্ব উদ্বৃত্ত, বেসরকারি mÂq ও অতিরিক্ত কর ধার্য করা ইত্যাদি। আর বৈদেশিক আয়ের উৎস হলো- বৈদেশিক ঋণ, দান, অনুদান ইত্যাদি। বার্ষিক উন্নয়ন Kgm~wPi আওতায়- কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, মহিলা ও যুব উন্নয়ন, পরিবহন ও যোগাযোগ, পল্লী উন্নয়ন ও গৃহায়ণ ইত্যাদি খাতে সরকার ব্যয় করে থাকে। এ বাজেটের gj লক্ষ্য হলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন।

কাজ : চলতি বাজেট ও gjab বাজেটের পার্থক্য নির্ণয় কর।

আয়-ব্যয়ের ভারসাম্যের দিক থেকে বাজেটকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায় :



১. সুষম বাজেট (Balanced Budget)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান হলে তাকে সুষম বাজেট বলে। এ বাজেটে আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যয় করা হয় বলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি বা দ্রব্যের দাম দ্রুত বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম থাকে যার ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। তবে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব `i করতে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে এবং জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করতে এটি সহায়ক নয়।

mî :

সুষম বাজেট = মোট আয়-মোট ব্যয় = ০

অর্থাৎ, মোট আয় = মোট ব্যয়

২. অসম বাজেট (Unbalanced Budget)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বা আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান না হলে তাকে অসম বাজেট বলে। সরকারের আয় ও ব্যয়ের অসমতার দিক থেকে অসম বাজেটকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) উদ্বৃত্ত বাজেট (Surplus Budget)

খ) ঘাটতি বাজেট (Deficit Budget)

ক) উদ্বৃত্ত বাজেট (Surplus Budget)

কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ কম হলে তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলে। অর্থাৎ, এ বাজেটে ব্যয় অপেক্ষা আয়ের পরিমাণ বেশি।

mî : উদ্বৃত্ত বাজেট = (মোট আয় - মোট ব্যয়) > ০

অর্থাৎ মোট আয় > মোট ব্যয়

খ) ঘাটতি বাজেট (Deficit Budget)

কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলে। সরকার বাজেটের এ ঘাটতি `i করার লক্ষ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ, নতুন অর্থ সৃষ্টি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ, বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য গ্রহণ করে।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক m¤ú‡`i c¨icY ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক। তবে অতিরিক্ত নতুন অর্থ/মুদ্রা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে `e¨gj¨ বৃদ্ধির পাশাপাশি আয় বৈষম্য দেখা দিতে পারে।

mÎ : ঘাটতি বাজেট = (মোট আয় - মোট ব্যয়) < ০

অর্থাৎ, মোট আয় < মোট ব্যয়

কাজ : উদ্বৃত্ত বাজেট ও ঘাটতি বাজেটের পার্থক্য নির্ণয় কর।
কাজ : সুষম বাজেট ও অসম বাজেটের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

১০.৫ বাংলাদেশ সরকারের বাজেট

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের আর্থিক বছর জুলাই-জুন। প্রতি বছর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহান জাতীয় সংসদে পরবর্তী বছরের খসড়া বাজেট উপস্থাপন করেন, যা আলোচনা, সমালোচনা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংযোজন ও বিয়োজনের পর উক্ত মাসেই মহান সংসদে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।



জাতীয় সংসদ

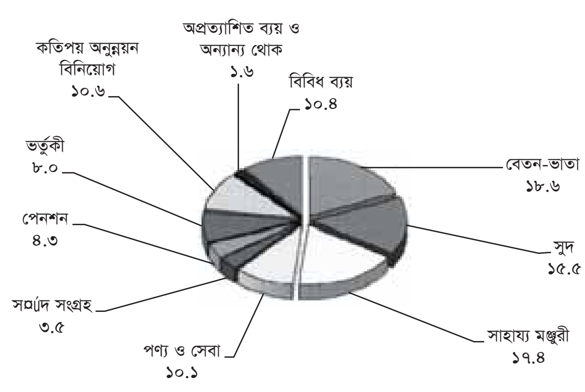
আমাদের দেশে বাজেটকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা হয়। যথা-

১) অ-উন্নয়ন বাজেট

২) উন্নয়ন বাজেট

১) অ-উন্নয়ন বাজেট (Non-Development Budget)

বাজেটের যে অংশে সরকারের দৈনন্দিন বা চিরাচরিত আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয় এবং বাজেটের ব্যয়ের LvZmgn সরাসরি উন্নয়নের সঙ্গে m¤ú³ নয় তাকে অ-উন্নয়ন বাজেট বলে। এ বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশ রক্ষা এবং দেশের প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিষয় এ বাজেটে উল্লেখ থাকে না।



অ-উন্নয়নবাজেটের ব্যয়ের খাতmgn

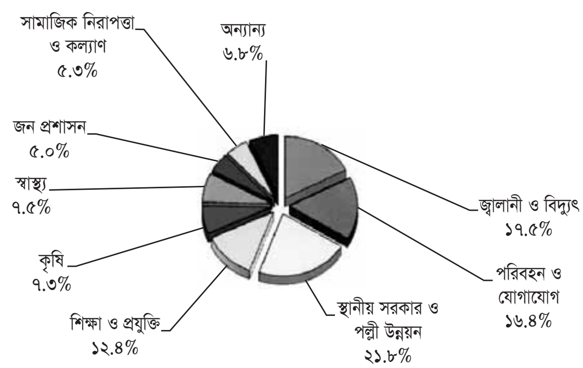
অ-উন্নয়ন বাজেটের আয় সংগৃহীত হয় gjZ কর ও করewnfZ রাজস্ব হতে। আয়ের উৎসগুলো নিম্নরূপ :

কর থেকে আয়	করবহির্ভূত আয়
আয় ও মুনাফার উপর কর	সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে লভ্যাংশ ও মুনাফা
মূল্য সংযোজন কর (VAT)	সুদ থেকে প্রাপ্ত
আমদানি শুল্ক	প্রশাসনিক ফি
আবগারি শুল্ক	জরিমানা, দন্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ
m¤úiK শুল্ক	সেবা বাবদ প্রাপ্তি
ভূমি রাজস্ব	ভাড়া ও ইজারা
যানবাহন কর	টোল ও লেভী
÷¨v¤ú বিক্রয়	রেলওয়ে
মাদক শুল্ক	ডাক বিভাগ
অন্যান্য কর ও শুল্ক	তার ও টেলিফোন বোর্ড
	অন্যান্য করবহির্ভূত রাজস্ব

অ-উন্নয়ন বাজেটের ব্যয়ের খাত সমূহ	
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	সামাজিক নিরাপত্তা
জন প্রশাসন	ঋণ ও সুদ পরিশোধ
প্রতিরক্ষা	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
জন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম
পরিবহন ও যোগাযোগ	অপ্রত্যাশিত ব্যয়

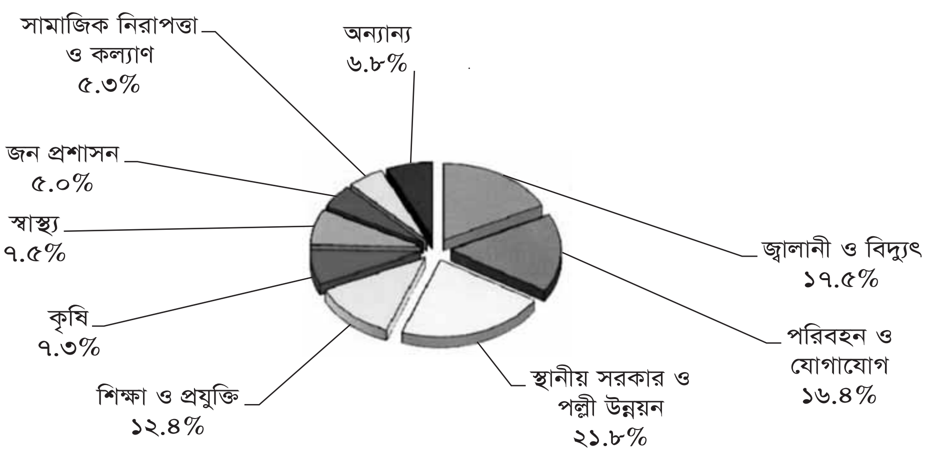
২) উন্নয়ন বাজেট (Development Budget)

বাজেটের যে অংশে DbqbgjK কার্যক্রমের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়, তাকে DbqbgjK বাজেট বলে। এ বাজেটে বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন KgmPxi we¯ÍwiZ বিবরণও সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ এবং অর্থসংস্থানের উৎসের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো পরিকল্পিত উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন। তাই প্রতিবছর নতুন নতুন KgmwP হাতে নিতে হয়।



উন্নয়ন বাজেটের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতসমহ :

আয়ের উৎসসমূহ	ব্যয়ের খাতসমূহ
অভ্যন্তরীণ উৎস : ১. অ-উন্নয়ন বাজেটের উদ্বৃত্ত ২. অতিরিক্ত কর ধার্যের মাধ্যমে আয় ৩. অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে ঋণ ৪. বন্ডের মাধ্যমে ঋণ বৈদেশিক উৎস: ১. বৈদেশিক সাহায্য ২. বৈদেশিক ঋণ	১. কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন ২. স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন ৩. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ৪. বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ৫. শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন ৬. পানিসম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ৭. গৃহায়ণ ৮. শ্রম ও জনশক্তি ৯. মহিলা ও যুব উন্নয়ন ১০. অন্যান্য



কাজ : বাংলাদেশ সরকারের বাজেটের কোনটি অ-উন্নয়ন এবং কোনটি উন্নয়ন বাজেটের অংশ তা নির্ণয় কর।

১০.৬ একনজরে বাংলাদেশ সরকারের ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেট

(AsKmgn কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১১-২০১২
রাজস্ব প্রাপ্তি	১,১৪,৮৮৫
কর রাজস্ব	৯৬,২৮৫
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	১৮,৬০০
বৈদেশিক অনুদান	৪,৪৬০
মোট আয়:	১,১৯,৩৪৫

ব্যয় :	
অনুন্নয়নমূলক	১,০১,১০৬
অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	৯১,৪০৩
অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়	৯,৬৬২
উন্নয়নমূলক ব্যয়	৪৫,৫৭১
অ-উন্নয়ন বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি	১,১৪৫
এডিপি-বহির্ভূত প্রকল্প	২,১৪২
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪১,০০০
কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (এডিপি-বহির্ভূত) ও স্থানান্তর	১,২৮৪
মোট ব্যয় :	১,৬১,২১৩
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ) :	-৪১,৮৬৯
জিডিপির শতকরা হার :	-৪.৫
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) :	-৪৬,৩১৮
জিডিপির শতকরা হার :	-৫.১
অর্থসংস্থান :	
বৈদেশিক ঋণ (নীট) বৈদেশিক ঋণ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	৭,৩৯৯ ১৪,০৩৬ -৬,৬৩৬
অভ্যন্তরীণ ঋণ ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে অর্থায়ন (নীট) ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ (নীট)	৩৪,৪৬৯ ২৯,১১৫ ৫,৩৫৪
মোট অর্থ সংস্থান	৪১,৮৬৮

২০১১-২০১২ অর্থবছরের বাজেটের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক

বাজেটের মোট আয়তন/ব্যয় :	১,৬১,২১৩ কোটি টাকা
মোট রাজস্ব আয় :	১,১৪,৮৮৫ কোটি টাকা
সামগ্রিক ঘাটতি :	৪৬,৩১৮ কোটি টাকা
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি :	৪১,০০০ কোটি টাকা
মোট অর্থসংস্থান :	৪১,৮৬৯ কোটি টাকা
অভ্যন্তরীণ ঋণ : যার মধ্যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে (নীট) : ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ (নীট) :	৩৪,৪৬৯ কোটি টাকা ২৯,১১৫ কোটি টাকা ৫,৩৫৪ কোটি টাকা
বৈদেশিক ঋণ (নীট) :	৭,৩৯৯ কোটি টাকা (মোট প্রাপ্তি ১৪,০৩৬ কোটি টাকা যা থেকে পূর্ববর্তী ঋণ পরিশোধ বাবদ ব্যয় ৬,৬৩৬ কোটি টাকা ধরা হয়)

উৎস : অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

এ বাজেটে প্রধানত দুটি অংশ রয়েছে। যথা- অনুন্নয়ন বাজেট ও উন্নয়ন বাজেট। আয়-ব্যয়ের ভারসাম্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ সরকারের ২০১১-২০১২ অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি বাজেট।

কাজ : বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেটের অর্থায়ন সম্বন্ধে তোমার মতামত দাও।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সরকারি অর্থব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

২. gj¨ সংযোজন কর বলতে কী বোঝায়?

৩. বাজেট বলতে কী বোঝায়?

৪. চলতি বাজেট ও gjab বাজেট বলতে কী বোঝায়?

বর্ণনামলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসগুলো বর্ণনা কর।

২. বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের LvZmgn বর্ণনা কর।

৩. বাজেট বলতে কী বোঝায়? সরকারের আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী বাজেটের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটির ওপর আয়কর ধার্য হয়?

ক. ব্যক্তির আয়ের ওপর
খ. †Kv¤úvwbi আয়ের ওপর
গ. যানবাহন থেকে প্রাপ্ত আয়ের ওপর
ঘ. fwg রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত আয়ের ওপর

২.



চিত্র : A চিত্র : B চিত্র : C চিত্র : D

কোনটিতে কর-বহির্ভূত রাজস্বের উৎসসমূহ রয়েছে?

ক. চিত্র : A
খ. চিত্র : B
গ. চিত্র : C
ঘ. চিত্র : D

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রনি এইচ, এস, সি পাস করে বিদেশ যেতে ব্যর্থ হয়। স্থানীয় একটি ব্যাংক থেকে কিছু টাকা ঋণ নিয়ে মৎস্য খামার গড়ে তোলে এবং অনেক লোককে কাজ দেয়। রনির বন্ধু সানি লেখাপড়া শেষে চট্টগ্রাম কর্ণফুলী পেপার মিলে কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেয়।

৩. সানির কাজ বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত?

ক. শিক্ষা   খ. কৃষি

গ. সেবা   ঘ. প্রযুক্তি

৪. সানির চেয়ে রনির কর্মকাÊ অর্থনীতিতে বেশি অবদান রাখছে। কারণ রনি-

i. সানির চেয়ে বেশি অর্থ আয় করে

ii. কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে

iii. জাতীয় আয়ে fwgKv রাখে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii

গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ইসরাত একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কেনাকাটা করতে যায়। সে কেনাকাটা শেষে দাম পরিশোধ করে তাকে প্রকৃত দামের সাথে কিছু অতিরিক্ত gj¨ পরিশোধ করতে হয়। এ প্রসঙ্গে দোকানিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, “এটি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ক্রেতার নিকট থেকে আদায় করা হয়।”

ক. fwg ivR¯^ কাকে বলে?

খ. m¤úúiK শুল্ক কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. ইসরাতের কাছ থেকে আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ সরকারি রাজস্বের কোন উৎসের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আবগারি শুল্কের সাথে ইসরাত প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থের m¤ú~K বিশ্লেষণ কর।

২. জাহিদ একটি সরকারি স্কুলে পড়ে। তাদের স্কুলের সবাই খুশি। কারণ এ বছর একটি নতুন ভবন তৈরি n‡"Q| সে জানতে পারে সরকার এবার তাদের স্কুলে বড় বাজেট বরাদ্দ দিয়েছে। বাজেট কী তা সে বোঝে না। এ প্রসঙ্গে তার শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তাদের বেতনের মতো এটিও সরকারের এক ধরনের ব্যয় যা বাজেটের মাধ্যমেই সরকার প্রদান করে।

ক. বাজেটের সংজ্ঞা দাও।

খ. সরকারি অর্থব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

গ. জাহিদের স্কুলের ভবন নির্মাণের কাজটি সরকারের কোন বাজেটের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জাহিদের শিক্ষকের বেতন কীভাবে উদ্বৃত্ত বাজেটের অন্তর্গত হতে পারে? বিশ্লেষণ কর।

২০১৩
শিক্ষাবর্ষ
৯,১০–অর্থনীতি

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর

–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মিতব্যয়ী কখনও দরিদ্র হয় না

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :